প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

আল্লামা মুফ্‌তী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা। একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা: প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

শাহানা পারভীন
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: ১. পবিত্র শবে বরাত, শবে কদরসহ কিছু পবিত্র রাতে এবাদত বন্দেগীর ফজিলত বেশী। কিন্তু ঐ পবিত্র রাত আসন্ন হলে কোন মহিলার 'মাসিক' এর সময়ের পূর্বে ওষুধ খেয়ে পিরিয়ড এগিয়ে আনলে বা পিছিয়ে দিলে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা হবে কিনা জানালে উপকৃত হব।

২. একটি বইয়ে পড়েছি, স্বামীর চাহিদার (যৌন) কারণে যদি স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে তবে স্ত্রী নফল ইবাদতে রত থাকলেও স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া জরুরী। অবস্থায় স্ত্রী সাড়া না দিলে ফেরেশতারা নাকি সারা রাত স্ত্রীকে লানত দেয়। হাদীস শরীফের উল্লেখ করে এটি বলা হয়েছে- এ ব্যাপারে কার হক কতটুকু জানালে ধন্য হব।

উত্তর: ১. পবিত্র শবে বরাত- শবে কদর ইত্যাদি রাতের ফজিলত নিঃসন্দেহে অত্যাধিক। তাই ইসলামী শরিয়ত এসব রাতে বেশী বেশী ইবাদত, দান-খায়রাত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এসব রাতে ইবাদতের লক্ষ্যে মহিলা তাঁর মাসিক শুরু হওয়ার পূর্বে ওষুধ সেবন করে পিরিয়ড আগে-পিছে করা অহেতুক ও স্বীয় নফসের উপর জুলুমের শামিল, কারণ এ রকম করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তবে এ সব বরকতময় রজনীতে ঋতুস্রাব হলে মনে মনে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া-মুনাজাত করবে। ইবাদতের সওয়াব হতে বঞ্চিত হবে না। তাছাড়া 'মাসিক' যেহেতু আল্লাহর পক্ষ হতে একটি প্রাকৃতিক ধারা তাই এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সমীচিন নয়। এতে শারীরিক ভাবেও ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিক ঋতু স্রাবের সময় যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা ফরয ইবাদত নামায-রোযা মওকুফ / স্থগিত করে দিয়েছেন সেখানে শবে বরাত ও শবে কদরের নফল ইবাদতের জন্য হিলা/বাহানার প্রয়োজন নেই।

উত্তর:২. উপরিউক্ত কথাগুলো মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে এবং সত্য। তাছাড়া বুখারী শরীফেও বর্ণিত আছে যে, 'স্বামী ঘরে অবস্থান করলে, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে পারবে না। তবে পরহেজগার স্বামীর উচিত স্ত্রীকে তার সুযোগ-সুবিধা মতো নামায, রোযা ইত্যাদি পালনে উৎসাহিত করা ও সুযোগ দেয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে এরশাদ করেছেন- স্ত্রী'র উপর যেমন স্বামীর হক বা অধিকার রয়েছে তেমনি স্বামীর উপর ও স্ত্রীর হক বা অধিকার রয়েছে। সুতরাং উভয়ের উচিত শরিয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করা এবং একে অপরের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা। সুতরাং স্ত্রীর উপর কর্তব্য যে, স্বামীর অনুমতি নিয়ে নফল ইবাদত, নফল রোযা ইত্যাদি পালন করা এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া।

[সহী বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফ ইত্যাদি]

মুহাম্মদ আবুল হোসেন
রাঙ্গুনিয়া পৌর এলাকা, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: গত রমজানে মাইকিং করে গ্রামে-গঞ্জে দশ টাকা হাদিয়া নিয়ে একটা পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম পাটওয়ারী। পরিবেশনায় আলমিনা প্রকাশনী। ঢাকা ১১০০/৬৮/২ বাংলা বাজার। মাওলানা নুরুল আমিন পাটওয়ারী সম্পাদিত উক্ত পুস্তিকায় লায়লাতুল বরাত সম্মন্ধে লেখা হয়েছে, এই রাতকে ভাগ্য রজনী মনে করা, মসজিদকে সাজানো ভাল খাওয়ার পরিবেশন করা, মিলাদ শরীফ পড়া এবং এই রাতের এবাদতকে হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষা উত্তম মনে করা,

শরিয়ত সম্মত নহে বরং গুনাহের কাজ। এ ব্যাপারে আলোচনা করলে ধন্য হব।

উত্তর: মাহে শা'বানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত পনরতম রজনীকে আরবীতে লায়লাতুল বরাত, ফার্সীতে শবে বরাত বলা হয়। মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁর অনুগত গুনাহগার বান্দাদের পাপরাজি ক্ষমা করত: দুনিয়া ও আখেরাতের নিয়ামত দানে ধন্য করার জন্য বিশেষ বিশেষ কতগুলো রাত দান করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল শবে বরাত এটা সম্মানিত, বরকত মণ্ডিত ও ফজিলতে পরিপূর্ণ একটি রাত্রি। এটার ফজিলত সম্পর্কে ক্বোরআন করিম, হাদিস শরীফ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। যেমন পবিত্র ক্বোরআনে মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

حم- والكتاب المبين انا انزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم-

অর্থাৎ হা-মী-ম সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ, নিশ্চয় আমি একে বরকত মণ্ডিত রাতে নাযিল করেছি অব্যশ্যই আমি ভীতি প্রদর্শনকারী। তাতে পৃথক করে দেওয়া হয় প্রত্যেক হিকমতময় কাজ। [সূরা দুখান]

মুফাসসেরীনে কেরামের কেউ কেউ এ আয়াতে লায়লাতুল মোবারকা দ্বারা শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত পনরতম রজনী শবে বরাতের বরকত মণ্ডিত রাত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর অন্যদল লায়লাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদর মুরাদ নিয়েছেন।

[তাফসীরে রুহুল বায়ান ও রুহুল মা'আনী ইত্যাদি]

হুজুর গাউসুল আযম দস্তগীর শেখ সৈয়্যদ আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর কিতাব গুনিয়াতুত্ তালেবিনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রজনীতে আমার নিকট হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম তশরিফ আনলেন এবং বললেন ওহে আল্লাহর রসূল! আপনার নূরানী মাথা মোবারক উপরের দিকে তুলে আসমানের দিকে নজর করুন। আমি বললাম আজ কোন রাত? হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম বললেন আজ ওই বরকতমণ্ডিত রাত যে রাতে মহান আল্লাহ্ স্বীয় রহমতের তিনশত দরজা খুলে দেন। এবং সকল মুসলমানের পাপরাজি ক্ষমা করে দেন। তবে তিনি মুশরিক, যাদুকর, গণক, শরাবী তথা মদ্যপায়ী, সুদ খোর ও ব্যভিচারীকে বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা না করা পর্যন্ত ক্ষমা করবেন না।

মুসনাদে আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থে কিতাবুস্ সিয়াম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন-

خمس ليال لايرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين-

অর্থাৎ এমন পাঁচটি রজনী আছে, যে রজনীগুলোতে দোয়া ফেরত হয় না এগুলো হল জুমআর রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, শা'বানের পনরতম রাত তথা বরাতের রাত এবং দুই ঈদের দুই রাত।

হাদীস শরীফে আরো উল্লেখ রয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত পনরতম রজনীতে যে ব্যক্তি জাগ্রত থেকে নামায আদায় করবে এবং তার পর দিন রোযা পালন করবে মহান আল্লাহ্ ঐ দিন সূর্য অস্ত গেলে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং নিজের বান্দাদের আহ্বান করতে থাকেন এমন কেউ ক্ষমা প্রার্থী আছ যে, আমার কাছে ক্ষমা চায়বে তাকে আমি ক্ষমা করে দেব। কেউ কি রিযিক চাও? আমি রিযক দেব। কেউ কি বিপদ থেকে নিস্কৃতি চাও? আমি নিস্কৃতি দেব। এমন কেউ আছ? এমন কেউ আছ? এভাবে ফজর পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে এই রাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেসা করলেন তুমি কি জান এ রাতে কি আছে? তিনি বলেন এ হলো মধ্য শা'বানের রাত, তখন রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন আজকের এ রাতে এ বছর যত মানব জন্ম গ্রহণ করবে এবং যত মানুষ মৃত্যু বরণ করবে তা লেখা হয়। এবং তোমাদের নেক আমল সমূহ আসমানের দিকে উঠানো হয় এবং তোমাদের রিযক অবতীর্ণ হয়।[মেশকাত শরীফ]

মোটকথা শবে বরাতে হায়াত-মাউত, জীবিকা, বিয়ে-শাদী, ভাগ্যে উত্থান-পতন, ধন-দৌলত, ইজ্জত-সম্মান ইত্যাদি যাবতীয় কিছু নির্ধারণ করা হয়। তাই উক্ত পবিত্র রাতে মঙ্গল ও কল্যাণ লাভের জন্য রাত জেগে ইবাদত করা, দান খায়রাত করা, আত্মীয়-স্বজন ও ফকির মিসকিনের মাঝে ভাল খাবার পরিবেশন করা, আপনজন ও অলি বুযুর্গের কবর/মাযার যিয়ারাত করা, দরূদ-সালাম ও মিলাদ কেয়ামের আয়োজন করা, এবং উক্ত সম্মানিত রাতকে উপলক্ষ করে মসজিদ ও মাজার সমূহকে ইবাদত ও যিয়ারতের সুবিধার্থে সজ্জিত করা উত্তম আমল। এটাকে শরীয়ত সম্মত নয় বলা বা গুনাহের কাজ বলা দ্বীন সম্পর্কে জাহেল ও অজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ।

✍ **মুহাম্মদ শাহ্ আলম**
গ্রাম: শিলাইগড়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

❓ **প্রশ্ন:** আমাদের মসজিদের খতিব ও ইমাম উপস্থিত থাকা অবস্থায় মৃত ব্যক্তির অছিয়ত কৃত ব্যক্তি নির্ধারিত খতিব ও ইমামের অনুমতি ছাড়া জানাযার নামায পড়ালে নামায হবে কি না। এ ব্যাপারে দলিল সাহকারে জানতে ইচ্ছুক।

📖 **উত্তর:** মৃত ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ব্যাপারে কোন অসিয়ত করলে ওয়ারিশগণ তা কার্যকর করবে। অন্য কোন বিষয়ের অসিয়ত কার্যকর করা ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব আবশ্যকীয় নয়। সুতরাং মৃত ব্যক্তি পূর্বে কারো মাধ্যমে জানাযার নামায পড়ানোর অসিয়ত করে গেলে এলাকার জামে মসজিদের সুন্নি ও যোগ্য ইমাম উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত অসিয়তকৃত বুযুর্গ ও যোগ্যতম ব্যক্তি দ্বারা নামাযে জানাযা পড়াতে অসুবিধা নেই। এ ক্ষেত্রে এলাকার মসজিদের ইমাম ও খতিব হতে অনুমতি নেওয়াটা উত্তম। ইমাম ও খতিবের জন্যও উচিত তিনি যেন মৃত ব্যক্তির অসিয়তকৃত ইমাম নামাযে জানাযা পড়ানোর অনুমতি প্রদান করেন। তবে মৃত ব্যক্তির উপযুক্ত ও আলেম দ্বীন সন্তান থাকলে মৃত মা-বাবার নামাযে জানাযার ইমামতি করার জন্য ইমাম ও খতিব তাকেই অনুমতি দিবেন এটাই উত্তম তরিকা। আর ইমাম ও খতিবের অনুমতি ছাড়া মায়্যেতের অলি-ওয়ারেসের অনুমতিক্রমে কোন আলেমে দ্বীন ও সুন্নি বুযুর্গ ব্যক্তি নামাযে জানাযায় ইমামতি করে তখন উক্ত নামাযে জানাযা শুদ্ধ হয়ে যায়।

[রদ্দুল মোহতার কৃত: ইমাম ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রহ. ও কিতাবুল হেদায়া ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ সাইফুল হক ও মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন**
বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।

❓ **প্রশ্ন:** কোন মিডিয়ায় এবং কোন কোন মহল লায়লাতুল বরাতে ও কদরের রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করা নিয়ে কটাক্ষ করে এবং উক্ত বরকতময় রজনীতে এশার নামাযের পর নফল নামায জামাতে পড়াকে কেন্দ্র করে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। সুতরাং জানার বিষয় হল লায়লাতুল বরাত তথা শবে বরাতে ও কদরের রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করার প্রতি হাদীস, তাফসীর ও তাসাউফের নির্ভরযোগ্য কিতাবে উৎসাহিত করা হয়েছে কি না? এবং উক্ত ফজিলতময় বিশেষ রজনীতে নফল নামায জামাআত সহকারে আদায় করতে অসুবিধা আছে কি না? কিতাবের নামসহ বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ রইল।

📖 **উত্তর:** হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ 'মেশকাতুল মাসাবিহ, জামে তিরমিজি, সুনানে ইবনে মাজাহ্ ও মুসনাদে আহমদসহ অনেক হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস সমূহে প্রিয় নবী সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শবে বরাত তথা বরাত রজনীর অসংখ্য ফজিলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন, তদ্রুপ তাফসীর গ্রন্থসমূহে যেমন তাফসীরে রুহুল বয়ান ও তাফসীরে ইবনে কাছিরসহ অসংখ্য তাফসীরের কিতাবে এবং গুনিয়াতুত্ তালেবীন ও নুজহাতুল মাজালেসসহ বহু ইলমে তাসাউফের কিতাব সমূহে পবিত্র রবাত রজনীতে রাত জেগে ইবাদত বন্দেগী, দান-সদকা, খায়রাত, ক্বোরআনে পাকের তেলাওয়াত, আপনজন ও অলি-বুযুর্গের কবর/মাজার শরীফ যিয়ারত, গরীব-অসহায়দের প্রতি উত্তম খাবার পরিবেশন, দরূদ-সালাম, মিলাদ-কেয়াম, দোয়া-মুনাজাতের মাধ্যমে শবে বরাত অতিবাহিত করার এবং পরের দিন (যাদের পক্ষে সম্ভব) নফল রোযা পালন করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং এ সব ইবাদত-বন্দেগী নিঃসন্দেহে পূণ্যময়, বরকত মণ্ডিত ও সওয়াব জনক।

যারা পবিত্রতম বরাত রজনীর বিশেষ ইবাদতসমূহ থেকে বঞ্চিত তারা অনেক কল্যাণ, ফজিলত ও নেকী-

সওয়াব থেকে বঞ্চিত। যারা শবে বরাতে বিশেষত রাত জেগে নফল ইবাদত-বন্দেগী ও কবর জিয়ারতকে অস্বীকার করে মূলত তারা হাদীসে রাসূলকে অস্বীকার করে। হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই এ মহান রজনীতে বিশেষ ইবাদত, জান্নাতুল বকিতে (মদিনার কবরস্থান) জিয়ারত ও জিকির-আজকার, দোয়া-মুনাজাত এর মাধ্যমে অতিবাহিত করেছেন মর্মে মেশকাত শরীফ, সুনানু ইবনে মাজাহ্, জামে তিরমিজি ও মুসনদে আহমদে হাদীস বর্ণিত আছে।

উল্লেখ্য যে, বরাত-কদরের মত গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতমণ্ডিত রাতসমূহের বিশেষ নফল নামায এশার নামাযের জামাতের পর মসজিদের ইমাম/খতিব ও মুসল্লিগণ ইচ্ছা করলে জামাত সহকারেও আদায় করতে পারে আর অন্যান্য সময়ের নফল নামাযের ন্যায় একা একা আদায়ও করতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নাই। উভয় পন্থায় নফল নামায আদায়ের কথা বর্ণিত রয়েছে। বিধায় এটাকে কেন্দ্র করে অহেতুক ঝগড়া বিবাদ ও তর্ক করা সমীচিন নয়। হক্কানী ওলামায়ে কেরাকমের মধ্যে পীরানে পীর হযরত গাউসে পাক শেখ সৈয়্যদ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর গুনিয়াতুত্ তালেবীনে, প্রখ্যাত মুফাসসীর আল্লামা শেখ ইসমাঈল হক্কী তাফসীরে 'রুহল বয়ানে' সুরা কদরের তাফসীরে, ইমামুদ দুনিয়া ফিল হাদীস হযরত ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর সহি বোখারীতে এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর সহি মুসলিম শরীফে আরো অনেক মনীষী ও ইসলামী বিশেজ্ঞরা বিশেষ রজনী ও সময়ের নফল নামায আলাদা আজান ও ইকামত ছাড়া জামা'আত সহকারে পালন করা জায়েজ ও উত্তম বলে ফায়সালা প্রদান করেছেন। ইমামে আহলে সুন্নাত গাজীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত আশেকে রাসূল আল্লামা গাজী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর ফতোয়ায়ে আজিজীতে এ সব বিশেষ রজনীতে বিশেষ নফল নামাযসমূহ জামাআত সহকারে আদায়ের প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। ইমাম ও ফকিহগণের মধ্যে ইমাম ইবনে আবেদীন শামীসহ কেউ কেউ এসব নফল নামায একাকী পড়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং তর্ক করার কোন অবকাশ নেই বরং কিছু নফল নামায জামাআত সহকারে আর কিছু একাকী পড়লে উভয় মতের উপর আমল হয়ে যায়। অথবা যার যে রকম ইচ্ছা জামাআত সহকারে বা একাকী আদায় করতে পারে।

✍ **মুহাম্মদ সলিম উল্লাহ্ রিজভি**
ছাত্র- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: মি'রাজুন্নবী (দ.) কি? মি'রাজের সঠিক তারিখ কোনটি এবং কয়জন সাহাবী থেকে মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে? জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর: ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে জাগ্রতাবস্থায় স্বশরীরে প্রিয় নবী সরকারে দু'আলম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ খানায়ে কা'বা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে সেখান হতে সপ্তম আসমান ভ্রমণ করে আরশে আজিমের উপরে আল্লাহর সাথে দিদার করেছেন। প্রিয় নবীর অন্যতম মুজিযা যাকে মিরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলা হয়।

মিরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সংঘটিত হওয়ার সন সম্বন্ধে মুহাদ্দেসীনে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। সন সম্পর্কে অভিমত- ১. হিজরতের এক বৎসর পূর্বে, ২. হিজরতের দেড় বৎসর পূর্বে, ৩. হিজরতের এক বৎসর এবং আরো কিছুদিন পূর্বে, ৪. হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে, ৫. কোন কোন মুহাদ্দেসীনের মতে নবুওয়াত প্রকাশের পাঁচ বৎসর পর মি'রাজ শরীফ সংঘটিত হয়েছে। আর মাস নিয়ে যে সব অভিমত পাওয়া যায় তা হলো-১. রবিউল আওয়াল, ২. রবিউস্ সানি, ৩. রজব, ৪. রমযানুল মোবারক, ৫. শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে। কোন রাত্রিতে মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হয়েছে এ সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়- ১. অভিমত হলো রবিবার দিবাগত সোমবার রাত্রে, ২. অভিমত হল বৃহস্পতিবার দিবাগত জুমার রাত্রিতে সংঘটিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তারিখ সম্পর্কেও বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। ১. ১৭ রমজান, ২. ১৭ রবিউল আউওয়াল শরীফ, ৩. ২৭ রজব।

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ যে অভিমতটি পাওয়া যায় তা হলো এই যে, মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ২৭ রজব সোমবার রাত্রিতে সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে রুহুল বয়ানে ইমাম ইসমাইল হক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন-

وهى ليلة سبع وعشرين من رجب ليلة الاثنن وعَليه عمل الناس- (روح البيان صفحة ١٠٣)

অর্থাৎ শবে মি'রাজ রজব মাসের ২৭তম রাত্রিতে সংঘটিত হয়। আর এটার উপর সকলের আমল প্রচলিত। [তাফসীরে রুহুল বয়ান: ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৩]

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি উল্লেখ করেন-

اعلم انه قد اشهر بد يار العرب فيما بين الناس ان معراجه صلى الله عليه وسلم سبع وعشرين من رجب وموسم الرخبياة نيه متعارف بينهم- (ماثبت بالسنة صفحة ١٩١)

অর্থাৎ জেনে রাখো যে, আরব দেশে প্রসিদ্ধ যে রাসূলে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মি'রাজ শরীফ রজব মাসের ২৭তম রজনীতে সংঘটিত হয়। আর এটা পবিত্র মি'রাজ শরীফ মওসূমে রজবীয়া হিসেবে তাদের নিকট প্রসিদ্ধ। [মা ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্: পৃষ্ঠা ১৯১]

এসব বর্ণনার আলোকে আমাদের দেশ সহ বিশ্বের সর্বত্র মাহে রজবের ২৬ তারিখ দিবাগত ২৭তম রজনীতে ঈদে মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নেহায়ত আদব ইহতিরাম, মি'রাজ শরীফের বর্ণনা, মিলাদ-মাহফিল, ইবাদত-বন্দেগী, সালাত-সালাম, দোয়া-মুনাজাত ও তবারুক বিতরণের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে বেশ কয়েকজন সাহাবীয়ে রাসূল হাদীসে পাক বর্ণনা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ। উল্লেখ্য সর্বমোট ২৬ জন সাহাবী মতান্তরে ২৭ জন সাহাবায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ সংঘটিত হওয়া সংক্রান্ত হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন। তবে হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা সবচেয়ে দীর্ঘ এবং হযরত ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর রচিত "সহীহ বুখারী"তেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

[তাফসীরে রহুলবয়ান: ৫ম খণ্ড, নসীমুর রিয়ায: ২য় খণ্ড ও মা ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্ ইত্যাদি]

হাজী সৈয়দ আহমদ সওদাগর
কাথরিয়া বাজার, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: মসজিদের কবরস্থানে বাইরের লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কবরের জায়গা দেওয়া এবং উক্ত টাকা মসজিদের ও কবরস্থানের উন্নয়নের কাজে খরচ করা যাবে কি না? শরিয়তের দৃষ্টিতে এর সমাধান কি?

উত্তর: সাধারণত স্থানীয়দের দাফনের জন্য কবরস্থান ওয়াক্‌ফকৃত হয়ে থাকে। মসজিদের জন্য বা কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ বিক্রি করা বা বন্ধক দেয়া হারাম ও গুনাহ। যে কবরস্থান কারও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয় এবং তাতে যদি কিছু লোককে দাফন করা হয় তখন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কবরস্থানের ঐ জমি বিক্রয় করতে পারবে না। যদিও তা ওয়াক্‌ফকৃত না হয়। কেননা কবরস্থান বিক্রি করা বা বন্ধক দেয়া মূলত মুসলিম নর-নারী মৃতগণের প্রতি অসম্মান ও অবমাননার শামিল। মৃত ব্যক্তিদের সম্মান করা ওয়াজিব আর অবমাননা করা হারাম। তাই কবরস্থানের জমি হতে এক কবর/ দুই কবরের জায়গা বিক্রয়ের মাধ্যমে বহিরাগতদের দাফন করা শরিয়ত পরিপন্থি এবং গর্হিত কাজ। বর্তমানে প্রায় মসজিদ পরিচালনা কমিটি মসজিদের পার্শ্বস্থ কবরস্থানে বড় অংকের টাকার বিনিময়ে কবরস্থানের জায়গা বেচা-বিক্রি করে মৃত ব্যক্তিদের দাফনের সুযোগ দেয় এভাবে কবরস্থানের জায়গা বেচা-বিক্রি করা সম্পূর্ণ শরিয়ত বিরোধী। তবে কোন মৃত ব্যক্তিকে কোন মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে দাফনের পরে উক্ত মৃত ব্যক্তির অলি-ওয়ারেশ স্বেচ্ছায় কোন প্রকারের জোর জবরদস্তি ছাড়া মসজিদের উন্নয়নের জন্য অথবা কবরস্থানের উন্নয়নের জন্য যদি কিছু টাকা দান করে উক্ত দানকৃত টাকা মসজিদ/কবরস্থানের উন্নয়নে খরচ করতে কোন অসুবিধা নাই।

[ইরফানে শরিয়ত কৃত: আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রহ. ইত্যাদি]

প্রশ্নোত্তর

✍ **মুহাম্মদ রেজা (রাযিন)**
ছাত্র- তেজখালী কাজী এম এ মালেক দাখিল মাদরাসা
বান্চারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

প্রশ্ন: জামাআত শুরু হওয়ার পর আসা মুসল্লী কোন দিকে দাঁড়াবে? জামাআতে নামায পড়তে মসজিদে এসে সম্মুখের কাতার পরিপূর্ণ হয়ে গেলে পিছনের কাতারে শুধু একজন ইমাম বরাবর দাঁড়িয়ে জামাআতে শরিক হলে নামায শুদ্ধ হবে কিনা?

উত্তর: যদি ইমাম সাহেব জামাআত শুরু করে দেয় এবং পরবর্তীতে আগত মুসল্লী যদি দেখেন যে, ইমাম সাহেবের পিছনে ইকতিদাকারী মুসল্লী বাম দিকে কম তবে আগন্তুক মসল্লীর বাম দিকে দাঁড়ানো উত্তম। আর যদি ইমামের উভয় পাশ্বে সমান হয় তবে ডান দিকে দাঁড়ানোই উত্তম। যেমন বাহরুর রায়েক গ্রন্থে ইমাম ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'বাবুল ইমা-মাত' অধ্যায়ে উল্লেখ করেন যে-

اذا استوى جانب الامام فانه يقوم الجائى عن يمينه
واذا ترجح اليمين فانه يقوم عن يساره-

অর্থাৎ যদি ইমামের পিছনে মুক্তাদী ডানে বামে সমান বা বরাবর হয় তবে পরবর্তী আগমনকারী মুসল্লী ডান দিকে দাঁড়াবে। ডান দিকে বেশি হলে বাম দিকে দাঁড়াবে। উল্লেখ্য যে যদি সামনের কাতার পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তবে পরবর্তীতে আগন্তুক মুসল্লী একজন হলে ইমামের ঠিক বরাবর পিছনের খালি কাতারে দাঁড়াবে। আর পিছনের মুসল্লি অধিক হলে ডান-বাম লক্ষ করে দাঁড়াবে।

[বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাক্বাইক্ব ও আমার রচিত যুগজিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ আবুল হাশেম**
১৮২ শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭।

প্রশ্ন: জনৈক খতিব সাহেব জুমার বয়ানে বলেন, ফেরেশতাগণ হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সাজদা করে নাই। সাজদা করেছেন আল্লাহ্ কে। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ছিল কেবলা। এ ব্যাপারে ক্বোরআন হাদীসের আলোকে ফায়সালা কি? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: সাজদা দুই প্রকার। যথা ১. সাজদায়ে ইবাদত যা ইবাদতের উদ্দেশ্যে করা হয় এবং ২. সাজদায়ে তাহিয়্যাহ্ বা তাজীমী সাজদা যাতে সাজদায়ে ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খাস। তা অন্য কারো জন্য হতে পারে না। এমন কি কোন নবীর শরিয়তে আল্লাহ্ ছাড়া কারো জন্য তা জায়েয ছিল না। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন-

واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس
ابى واستكبر وكان من الكافرين-

অর্থাৎ আমি যখন ফেরেশতাদের প্রতি আদম আলায়হিস্ সালামকে সাজদা করার নির্দেশ দিলাম তখন ইবলিস ছাড়া সকল ফেরেশতা সাজদা করল। আর ইবলিস অস্বীকার করল এবং গর্ব করল, কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে গেল।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তাফসীর কারক সাজদা দ্বারা সাজদায়ে ইবাদতের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন উক্ত সাজদা মূলত আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আর হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে কিবলা করা হয়েছিল মাত্র। যেভাবে আমরা খানায়ে কা'বাকে কিবলা বানিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদা ও নামায আদায় করি। সুতরাং হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ছিলেন مسجود اليه যার দিকে সাজদা করা হয়েছিল। مسجودله (অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে সাজদা করা হয়) ছিলেন না। যারা এ অভিমত ও ব্যাখ্যা ব্যক্ত করেছেন তাঁদের সেই অভিমত সবল নয়। কারণ এ সাজদা দ্বারা ফেরেশতাকুলের উপর আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। আর হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে مسجود اليه (বা যার দিকে সাজদা করা হয় তথা কিবলা) সাব্যস্থ করা হলে সাজদাকারী ফেরেশতদাগণ অপেক্ষা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম শ্রেষ্ঠতর হওয়া আবশ্যক হয় না। যেমন কা'বা শরীফ হুযূর করীম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কিবলা ও مسجود اليه অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফ থেকে অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ। অন্য অভিমত ও ব্যাখ্যা হল এ আয়াতে পাকে সাজদায়ে ইবাদত উদ্দেশ্য ছিল না বরং সাজদায়ে তাহিয়্যাহ্ সম্মান সূচক সাজাদা উদ্দেশ্য ছিল। আর ঐ সাজদা শুধু হযরত আদম

আলায়হিস্ সালাম এর সম্মানের জন্যই ছিল। এটাই সঠিক এবং অধিকাংশের অভিমত। তখন ফেরেশতাকুলের উপর হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আর পূর্বের নবীগণের শরিয়তে সাজদায়ে তাজীমী তথা সম্মান সূচক সাজদা বৈধ ছিল মর্মে অনেক তাফসীর বিশারদগণ বর্ণনা করেছেন।

আহকামুল ক্বোরআন ১ম খণ্ডে, সূরা বাকারার উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম আবু বকর জাস্সাস হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাফসীর বিশারদগণের আরো অনেক ব্যাখ্যা ও অভিমত বর্ণনা করেছেন। সতুরাং প্রত্যেক ইমাম, খতিব ও ওয়ায়েজের উচিত তাফসীরের কিতাব ভালভাবে দেখে বুঝে মন্তব্য করা যাতে সহজ-সরল মুসল্লীরা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে না যাই। [তাফসীরে মাদারিক ও আহকামুল ক্বোরআন ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ এনামুল হক রুবেল**
দাওয়াতে খায়র সম্পাদক
গাউসিয়া কমিটি পূর্ব গহিরা, রায়পুর, আনোয়ারা।

❓ **প্রশ্ন:** জনৈক ইমাম সাহেব শুক্রবার জুমার নামাযের বয়ান করতে গিয়ে মসজিদে বিতর্কিত বিষয়ে (মসজিদের নেইম প্লেইট ও অনুদানকৃত ভিত্তি প্রস্তরের নেইম প্লেইট স্থাপন সংক্রান্ত) বক্তব্য প্রদান করলে এমতাবস্থায় এক মুসল্লি দাঁড়িয়ে খতিব সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি যা বয়ান করছেন তা কি খুতবায় (আল্লামা ইবনে নাবাতা প্রণীত) আছে কী? তখন খতিব সাহেব উত্তর দিলেন তা আবশ্যই আজকের খুতবায় আছে, তাই বলছি। যদি খুতবায় আলোচিত বিষয়ের উল্লেখ না থাকে, তাহলে উক্ত ইমামের পিছনে নামায আদায়ের হুকুম কি? জানালে উপকৃত হব।

📖 **উত্তর:** মসজিদের নেইম প্লেইট এবং ভিত্তি প্রস্তরের নেইম প্লেইটের কথা খুতবাতে ইবনে নাবাতায় উল্লেখ না থাকলে ও খতিব/ইমাম সাহেব জরুরী ও প্রয়োজন মনে করলে জুমার খুতবার আযানের পূর্বে বয়ান-তকরিরের মধ্যে উল্লেখ করলে অসুবিধা নাই। তবে আজকের খুতবায় বর্ণিত আছে বলাটা একজন খতিব/ইমাম সাহেবের জন্য উচিত হয়নি। তার পরেও অযথা কথা বলার কারণে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর দরবারে তওবা করবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুচিত কথা বলবে না। সাবধান ও সতর্ক হয়ে গেলে উক্ত ইমাম/খতিবের পিছনে নামায আদায় করতে অসুবিধা নাই। যদি আক্বিদা ও আমলের ক্ষেত্রে অন্য ত্রুটি না থাকে। আর যদি মসজিদে দাড়িঁয়ে কোন ইমাম বা খতিব ইচ্ছাকৃত বার বার অযথা ও মিথ্যা কথা বলে এবং সংশোধন না হয় তখন উক্ত ইমাম ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে ফাসিকে মু'লিন বা প্রকাশ্য ফাসিক হয়ে যাবে। তখন তার পিছনে জেনে শুনে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরিমা ও গুনাহ্ হবে।

[ফাতোয়ায়ে হিন্দিয়া ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ মিজবাহ**
পূর্ব গোমদণ্ডী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

❓ **প্রশ্ন:** হুযূর আমি মসজিদ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কাজ করি। আমার প্রশ্ন হল মসজিদের কাজ করার কী ফজিলত তা জানালে আমি অন্যদের মসজিদের কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতে পারব।

📖 **উত্তর:** মসজিদ আল্লাহর ইবাদতের ঘর। পৃথিবীর সকল ঘরের চেয়ে এই ঘরের মর্যাদা ও ফজিলত অপরিসীম। আর মসজিদ ঝড়ু দেয়া, পবিত্র রাখা, এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কাজ করা, বিশেষতহ: মসজিদের কাজের জন্য নিজকে নিবেদিত রাখা নবী-রসূলগণের সুন্নাত এবং অতি বরকত ও ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। হযরত ইমরান আলায়হিস্ সালাম ও হযরত হান্না বিনতে ফাকুযা তাঁরা উভয়ে নিঃসন্তান ছিলেন। আর তাঁরা যখন সন্তানের বাসনায় বিভোর হয়ে হযরত ইমরান আলায়হিস্ সালাম এর স্ত্রী আল্লাহর দরবারে মান্নত করলেন হে মাওলা! তুমি যদি আমাকে সন্তান দান কর আমি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিযুক্ত বা উৎসর্গ করব। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ফরিয়াদ কবুল করলেন তাঁদের উরশে মরিয়ম আলায়হাস্ সালাম জন্ম নিলেন। যা রাব্বুল আলামীন বিশ্ববাসীকে অবগত করার জন্য এভাবেই ইরশাদ করেছেন-

اذ قالت امراتُ عمران ربّ انّى نذرت لك مافى بطنى محرّرًا فتقبّل منى- انك انت السميع العليم- فلمّا وضعتها قالت رب انى وضعتها انثى والله اعْلمُ بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانى سميّتُها مريم وانّى اعيذهابك وذريتها من الشيطن الرجيم- (سورة ال عمران٣٥-٣٦)

অর্থাৎ "যখন ইমরানের স্ত্রী আরয (নিবেদন) করল, হে আমার রব আমি তোমার জন্য মান্নত করছি যা আমার গর্ভে রয়েছে একান্ত তোমারই ঘরের সেবায় থাকবে। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে তা কবুল করে নাও। নিঃসন্দেহে তুমিই সর্ব শ্রোতা, সর্ব জ্ঞাতা। অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো, তখন বললো, হে আমার রব! এতো আমি কন্যা প্রসব করলাম। এবং আল্লাহর জানা আছে যা সে প্রসব করেছে। আর ওই পুত্র সন্তান যা সে চেয়েছে এ কন্যা সন্তানের মত নয়। এবং আমি তাঁর নাম মরিয়ম রাখলাম। আর তিনি (মরিয়ম আলায়হাস্ সালাম) এর মাতা বললেন- আমি তাকে এবং তার বংশধরকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।[সূরা আল্ই ইমারান: ৩৫-৩৬]

আলোচ্য আয়াতে পাক থেকে প্রতীয়মান যে, পূর্ব নবীগণের স্ত্রী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমত তথা দেখা শুনা করতে নিজেদের ঔরশে সন্তান কামনা করেছেন। আর কন্যা সন্তান হওয়া সত্ত্বেও মরিয়ম আলায়হাস্ সালামকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্য আল্লাহ্ মঞ্জুর করে নিয়েছেন। নবীগণ ও চাইতেন তাঁদের সন্তানরা মসজিদ বা আল্লাহর ঘরের খিদমত করুক। মসজিদের খেদমত করার মর্যাদা নিম্নে বর্ণিত হাদীসে পাক থেকেও অনুমেয়।

عن ابى هريرة ان رجلا اسود او مرأة سوداء كان يقمُّ المسجد فمات فسأل النبى صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال افلاكنتم اذنتمونى به دلونى على قبره اوقال قبرها فأتى فبره فصلى عليها- (رواه البخارى- ৪৫৮)

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একজন কালো বর্ণের পুরুষ অথবা কালো বর্ণের মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। সে ইনতিকাল করল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে জানতে চাইলে সাহাবীগণ বললেন, সে ইনতেকাল করেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসল্লাম বললেন- তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? আমাকে তাঁর কবরটা দেখিয়ে দাও, তারপর তিনি তার কবরের কাছে গেলেন এবং অতঃপর তিনি তার জন্য সালাত আদায় বা বিশেস দোয়া করলেন। [বুখারী শরীফ: হাদীস ৪৫৮]

উক্ত হাদীসের আলোকে দিবা লোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মসজিদের খিদমত করা, ঝাড়ু দেয়া ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আল্লাহ-রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের বিরাট উসিলা এবং তা অত্যন্ত সওয়াব জনক এবং পূণ্যময় কাজ। যারা এ পূণ্যময় কাজে এগিয়ে এসেছেন তারা অনেক সৌভাগ্যবান।

[সহীহ বুখারী: ১ম খণ্ড, ২য় পারা, পৃষ্ঠা ৬৫ ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ ইলিয়াস রেজা**
অর্থ সম্পাদক
গাউসিয়া কমিটি পূর্ব গহিরা, রায়পুর, আনোয়ারা।

প্রশ্ন: আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি (যিনি মসজিদের ওয়াক্ফকৃত জায়গার মোতাওয়াল্লি) উক্ত মসজিদের দাতা ঐ মোতাওয়াল্লির আপন খালা, যার কোন ওয়ারিশ নেই। মসজিদে বর্তমানে ১৩ জন বিশিষ্ট কমিটি আছে। একদিন মসিজদ কমিটির সাথে তর্ককালে তিনি মসজিদের দাবী করে বলেন, এই মসজিদের সব কিছু আমার কথা অনুযায়ী হবে, কমিটির এই বাইরে কোন কিছু করতে পারবে না। (তিনি কিন্তু কমিটির অন্তর্ভুক্ত নন) এই মসজিদের সব কিছু আমার। কারণ জায়গা দাতা আমার খালা, কিসের কমিটি, কোন কমিটি আমি মানি না। কিন্তু এ কমিটি মসজিদের যা যা প্রয়োজন (ভবনসহ) সবকিছু বিভিন্ন অনুদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। আরো উল্লেখ থাকে যে, মোতাওয়াল্লির পক্ষ থেকে সব সময় মসজিদের জায়গা নিজেদের দাবী করে কমিটি এবং মহল্লবাসীর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে উক্ত মসজিদে নামায আদায়ের শরয়ী হুকুম কী জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: মসজিদের জায়গা মোতাওয়াল্লির মুরব্বীগণ বা তার খালা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ/ দান করে যান এবং উক্ত মসজিদে যুগ যুগ ধরে নামায-কলমা ও জুমা-জামাআত হয়ে আসছে। উক্ত মসজিদ ইসলামী শরিয়তের ফতোয়া/ফায়সালা অনুযায়ী মসজিদ হিসেবে স্বাব্যস্ত হয়ে গেছে। মসজিদের দাতা বা ওয়াক্ফকারীর কোন আত্মীয় বা ওয়ারিশ যিনি বর্তমানে দাতার আত্মীয় বা ওয়ারিশ হওয়ার কারণে মোতাওয়াল্লী হিসেবে আছেন তার দায়িত্ব হল মসজিদ পরিচালনা কমিটি এবং এলাকাবাসীকে সাথে নিয়ে সুন্দরভাবে মসজিদ পরিচালনা করা। প্রশ্নে উল্লেখকৃত বাজে কথা বলে অযথা ও অহেতুক পরিচালনা কমিটি ও এলাকাবাসীর অন্তরে কষ্ট দেয়া এবঙ বিভ্রান্ত করার

অধিকার তার কাছে নাই। এ ধরনের আচরণ মোতাওয়াল্লী যদি করে থাকে তবে সে অপরাধ করেছে এর জন্য সে গুনাহগার হবে। মসজিদ পরিচালনা কমিটি এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে তার এ সব আচরণ বা মসজিদের জায়গা নিজের দাবী করার কারণে উক্ত মসজিদের পরিচালনা কমিটি এবঙ এলাকাবাসীর উক্ত মসজিদে নামায কলমা আদায় করা নিষিদ্ধ হবে না বরং শুদ্ধ হবে সে গুনাহগার হবে। যদি এ ধরনের খারাপ আচরণ করে। (আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়ত নসীব করুক!)

✍ **মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্**
চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: মাসিক তরজুমান জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরে আসর ও এশা নামাযের পূর্বে চার রাক্'আত সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা বা সুন্নাতে জায়দা আদায়ের নিয়ম নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। যেহেতু আমরা এ পর্যন্ত অন্য নিয়মে আদায় করছি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ রইল।

উত্তর: বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নাই। এ বিষয়ে মাসিক তরজুমান জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরী সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরে দুররে মুখতার, মুমিন কি নামায, বাহারে শরিয়ত ৪র্থ অংশ ও ফাতোয়ায়ে রজভীয়া ৩য় খণ্ডের উদ্ধৃতিতে যা লেখা হয়েছে তা হল আসর ও এশার ফরযের পূর্বে চার রাক্'আত বিশিষ্ট সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা/সুন্নাতে জায়দার নামায আদায় করার উত্তম তরিকা। যদিও আমাদের দেশে অনেকেই জানা না থাকার কারণে উক্ত নিয়মে উক্ত নামায পড়ে না। এটা হল অবগত না হওয়ার কারণে। মাসিক তরজুমানের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উত্তম তরিকা সম্পর্কে অবগত হয়ে উত্তম তরিকার উপর আমল করার অনুরোধ রইল এবং দুররে মুখতার কৃত: ইমাম আলাউদ্দীন খাচকপি হানাফী রহমাতুল্লাহি, আলায়হি মুমিন কি নামায কৃত: আল্লামা আবদুস্ সাত্তার রহমাতুল্লাহি আলায়হি, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা ৯৯, বাহারে শরিয়ত কৃত: ছদরুশ্‌শরিয়ত আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী খান রহমাতুল্লাহি আলায়হি ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫ ও ফতোয়ায়ে রজভীয়া কৃত: ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেজা বেরলভী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৯, ইত্যাদি ভালভাবে দেখার আহ্বান রইল। বিশেষত ওলামায়ে কেরাম, ইমাম ও খতিবগণের নিকট ভালভাবে ফিকহ্ ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহের এ জাতীয় মাসআলাগুলো পড়ার ও আমলে পরিণত করার অনুরোধ রইল। তবে আমাদের দেশে না জানার কারণে অনেকেই সুন্নাতে জায়েদার উক্ত চার রাক্আত বিশিষ্ট সুন্নাতে মুয়াক্কাদার ন্যায় আদায় করে তাও আদায় হয়ে যাবে কিন্তু উত্তম তরিকা অনুযায়ী হবে না।